

## سُورَةُ التَّحْلِ مَكِّيَّةٌ

### ১৬-সূরা আন্ নাহল

ইহা মক্কী সূরা বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১২৯ আয়াত এবং ১৬ রুকু আছে

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। আল্লাহর আদেশ আসন্ন, অতএব, তোমরা উহার জন্য তাড়াতাড়ি করিও না, তিনি পরম পবিত্র এবং তাহারা (তাঁহার সঙ্গে) যাহা শরীক করে তাহা হইতে তিনি অনেক উর্ধ্বে।

أَنِّي أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْعَوْهُ سَعْيًا وَتَعْلَى عَنَّا يُشْرِكُونَ ②

৩। তিনি তাঁহার বান্দাগণের মধ্য হইতে যাহাকে চাহেন তাহার উপর নিজ আদেশ দ্বারা বাণী সহ ফিরিত্তাগণকে অবতীর্ণ করেন (এই বলিয়া) যে, 'তোমরা (লোকদিগকে) সতর্ক কর যে, আমি বাতিরেকে কোন মা'বদ নাই; অতএব, তোমরা আমারই তাকওয়া অবলম্বন কর।'।

يُرْسِلُ الْمَلَائِكَةَ بِالزُّجُجِ مِنْ أَمْرِ عَلَمٍ يُنَادُونَ مِنْ عِبَادَةٍ أَنِ اتَّقُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ③

৪। তিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহারা (তাঁহার সঙ্গে) যাহা শরীক করে তাহা হইতে তিনি অনেক উর্ধ্বে।

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْعَقَى تَعْلَى عَنَّا يُشْرِكُونَ ④

৫। তিনি মানুষকে এক নগণ্য গুরু-বীর্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, তথাপি দেখ! সে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী হইয়া দাঁড়ায়।

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ لَّوْهُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ⑤

৬। আর চতুর্দশ জন্তু— উহাদিগকেও তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন; যাহাদের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তাপের উপকরণ এবং নানাবিধ উপকার নিহিত আছে এবং উহাদের মধ্যে হইতে কতককে তোমরা ডরুণ করিয়া থাক।

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ⑥

৭। এবং উহাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রহিয়াছে সৌন্দর্য, যখন তোমরা উহাদিগকে চারণভূমি হইতে গোছলী লয়ে(গৃহে) লইয়া আস এবং যখন তোমরা উহাদিগকে প্রভাতে চারণভূমিতে লইয়া যাও তখনও।

وَلَكُمْ فِيهَا جِبَالٌ خِضْرٌ وَجِبْنَ رُحُونَ ⑦

৮। এবং তাহারা তোমাদের বোঝা বহন করিয়া দূরবর্তী শহরে-বন্দরে লইয়া যায়, যেখানে তোমরা নিজদিগকে কঠিন ক্লেশে না ফেলিয়া পৌঁছিতে পার না। নিশ্চয় তোমাদের প্রভু অতীব মমতামূলক, পরম দয়াময়।

وَتَحْمِلُ أَعْقَابَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّكُمْ كُتُوبًا يُبَيِّنُهَا لَكُمْ وَتَلْقَوْنَ فِيهَا رُحُومًا ⑧

৯। এবং তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন ঘোড়া এবং খচ্চর এবং গাধা, যেন তোমরা এইগুলিতে আরোহণ করিতে পার, এবং শোভা-সৌন্দর্যের উপকরণরূপে (বাবহার করিতে পার)। এবং তিনি আরও এমন কিছু সৃষ্টি করিবেন যাহা তোমরা (এখন) জান না।

وَالْغَيْلَ وَالْإِبْطَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَمَتَاعًا لَّهَا تَتَمَتَّعُونَ ﴿٩﴾

১০। এবং সোজা পথ ধরাইয়া দেওয়াও আল্লাহর দায়িত্ব রহিয়াছে, এবং উহাদের মধ্যে কতকগুলি বাঁকা পথও আছে। কিন্তু যদি তিনি (বাধাবাহকতা আরোপ করিতে) চাহিতেন তাহা হইলে তিনি তোমাদের সকলকে অবশ্যই হেদায়াত দান করিতেন।

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ ۚ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٠﴾

১১। তিনিই তো (তোমাদের জন্য) মেঘমালা হইতে পানি বর্ষণ করিয়াছেন, উহা হইতে তোমাদের জন্য পানীয় সরবরাহ হয়, এবং উহা দ্বারা সেই সকল বৃক্ষনতাদি উৎপন্ন হয় যাহাতে তোমরা পণ্ড চারণ করিয়া থাক।

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١١﴾

১২। তিনি উহার দ্বারা তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র, যায়তুন, খর্জুররূক্ষ, আম্র এবং সর্ব প্রকার ফল উৎপন্ন করেন। ইহাতে নিশ্চয় ঐ জাতির জন্য নিদর্শন রহিয়াছে যাহারা চিন্তা করে।

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّيْتُونَ وَالنَّخْلَ وَالْأَشْجَارَ ۚ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٢﴾

১৩। এবং তিনি রাগ্রি ও দিবসকে এবং সূর্য ও চন্দ্রকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন এবং তাঁহাদেরই আদেশ নক্ষত্ররাগ্রিও তোমাদের সেবায় নিয়োজিত রহিয়াছে। নিশ্চয় ইহাতে ঐ জাতির জন্য বহু নিদর্শন রহিয়াছে যাহারা বিবেক-বুদ্ধি খাটায়।

وَسَخَّرَ لَكُمُ الْيَمَّنَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۚ وَالتَّجُومَ مَسْحُورَتٌ ۚ بَأْمَرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٣﴾

১৪। এবং ভূ-পৃষ্ঠে তিনি বিবিধ বর্ণের যে ক্ষুদ্র বস্তু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন উহাও (তিনি তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন)। নিশ্চয় ইহাতে ঐ জাতির জন্য নিদর্শন রহিয়াছে যাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

وَمَا دَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ ﴿١٤﴾

১৫। এবং তিনিই তোমাদের সেবায় সমুদ্রকে নিয়োজিত করিয়াছেন যেন তোমরা উহা হইতে তাজা গোশত খাও এবং উহা হইতে সংগ্রহ করিয়া আন অন্নংকার যাহা তোমরা পরিধান করিয়া থাক। এবং তুমি উহার মধ্যে জাহাজগুলিকে (পানি) চিরিয়া চলিতে দেখিতেছ, যেন তোমরা (উহাতে আরোহণ করিয়া) তাঁহার আরও অন্যান্য অঙ্গুগ্রহের সন্ধান লাভ কর এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَكُمْ كَلُومًا ۖ مِنْهُ تَخْاطِرٌ ۖ وَأَنْتُمْ تَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۚ وَتَوْسِعُ الْفُلَ ۚ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِيَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَلَكُمْ فِي تَشْكُرُونَ ﴿١٥﴾

১৬। এবং তিনি ভূপৃষ্ঠে সংস্থাপিত করিয়াছেন ময়বৃত্ত পর্বতমালা যেন উহা তোমাদিগকে লইয়া (এদিক ওদিক) চলিতে না পারে, এবং এইভাবে নদীমালা এবং পথসমূহকেও যাহাতে তোমরা গন্তব্য স্থানে পৌছিতে পার

وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا  
وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾

১৭। এবং তিনি অপর কতকগুলি চিহ্নও (সংস্থাপন করিয়াছেন), এবং তাহারা নক্ষত্ররাজি দ্বারাও পথের দিশা পায়।

وَعَلَمَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٧﴾

১৮। অতএব, যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কি তাহার মত যে কিছুই সৃষ্টি করে না? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না?

أَمْ يَكُنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٨﴾

১৯। এবং যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামতকে গণনা করিতে চেষ্টা কর তাহা হইলে তোমরা আদৌ উহাদের সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারিবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

وَأَنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٩﴾

২০। এবং তোমরা যাহা কিছু গোপন কর এবং যাহা কিছু প্রকাশ কর, তাহা আল্লাহ্ জানেন।

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُُونَ وَمَا تُلْهِفُونَ ﴿٢٠﴾

২১। এবং তাহারা আল্লাহ্ বাতিরেকে যাহাদিগকে (মা'বদরূপে) ডাকে, তাহারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তাহারাই সৃষ্টি।

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا  
وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٢١﴾

১২২

২২। (তাহারা) সকলেই মৃত, জীবিত নহে, এবং তাহারা জানে না কখন তাহাদিগকে উদ্ধৃত করা হইবে।

يَوْمَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٢٢﴾

২৩। তোমাদের মা'বদ এক-ই মা'বদ। প্রকৃত পক্ষে যাহারা পরকালের উপর ঈমান রাখে না, তাহাদের অন্তঃকরণ (সত্য সম্বন্ধে) অজ্ঞাত এবং তাহারা অহংকারী।

إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ قَالَتَيْنِ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ  
فَلَوْ بِهِمْ مُتَذَكَّرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٣﴾

২৪। ইহা নিঃসন্দেহ যে, আল্লাহ নিশ্চয় উহা জানেন যাহা তাহারা গোপন করে এবং উহাও (জানেন) যাহা তাহারা প্রকাশ করে। আল্লাহ্ অহংকারীদেরকে আদৌ ভালবাসেন না।

لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُخْلِفُونَ  
إِنَّهُ لَا يَجِبُ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٢٤﴾

২৫। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'তোমাদের প্রতিপালক কি নাযেল করিয়াছেন?' তখন তাহারা বলে, 'পূর্ববর্তী লোকদের কিচ্ছা-কাহিনী মাত্র।'

وَلَا يَقِيلُ لَهُمْ مَا دَأَّا نَزَّلَ نَجْمًا فَآثَرًا وَإِنَّا لَآلَاءُ رَبِّكَ  
الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾

২৬। পরিণামে তাহারা কিয়ামতের দিনে নিজেদের (পাপের) পূর্ণ বোঝা বহন করিবে এবং ঐ সকল লোকের বোঝা হইতেও (একাংশ) বহন করিবে যাহাদিগকে তাহারা অজ্ঞতা বশতঃ পথপ্রস্তু করিতেছে। জানিয়া রাখ! তাহারা যে বোঝা বহন করিতেছে তাহা অতি নিকৃষ্ট।

২৭। তাহারাও যড়যন্ত্র করিয়াছিল যাহারা তাহাদের পূর্বে ছিল, কিন্তু আল্লাহ তাহাদের (যড়যন্ত্রের) প্রাসাদের ভিত্তিমূলে আসিয়াছিলেন, অতঃপর তাহাদের উদ্ধারদেশ হইতে ছাদগুলি তাহাদের উপর ধসিয়া পড়িয়াছিল; এবং আশাব এমন পথ দিয়া তাহাদের উপর আসিয়াছিল যে, তাহারা উহার ধারণাও করে নাই।

২৮। অতঃপর, কিয়ামতের দিনে তিনি তাহাদিগকে লাঞ্চিত করিবেন এবং বলিবেন, 'আমার সেই শরীকগণ কোথায় যাহাদের ব্যাপারে তোমরা (আমার নবীদের সহিত) শত্রুতা করিতে?' যাহাদিগকে জান দান করা হইবে, তাহারা বলিবে, 'নিশ্চয় আজ কাফেরদের উপর লাঞ্ছনা এবং অনিষ্ট ও ক্লেশ (আপত্তিত) হইবে;

২৯। যাহাদিগকে ক্রিশ্চাঙ্গণ এমতাবস্থায় মৃত্যু দেয় যখন তাহারা নিজেদের প্রাণের উপর যত্ন করিতে থাকে; তখন তাহারা (এই বলিয়া) আত্মসমর্পণ করিবে, 'আমরা কোন মন্দ কর্ম করিতাম না।' (তখন তাহাদিগকে বলা হইবে) 'এইরূপ নহে, বরং তোমরা যে কর্ম করিতে আল্লাহ্ উহা ভালভাবে অবহিত আছেন,

৩০। সুতরাং তোমরা জাহান্নামের দ্বারসমূহ প্রবেশ কর উহাতে দীর্ঘকাল বসবাস করিবার জন্য। কেননা অহংকারীদের বাসস্থান অবশ্যই নিকৃষ্ট হইয়া থাকে।'

৩১। এবং যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করিয়াছে তাহাদিগকে (যখন) বলা হইল, 'তোমাদের প্রতিপালক কি নাছেন করিয়াছেন?' তখন তাহারা বলিল, 'কলাণ।' যাহারা উত্তম কর্ম করিয়াছে তাহাদের জন্য এই দুনিয়াতেও কল্যাণ আছে এবং পরকালের ঘর অধিকতর উত্তম হইবে। এবং মৃত্যুকালগণের ঘর কতই না উত্তম!

৩২। চিরস্থায়ী বাগানসমূহ, যাহার মধ্যে তাহারা প্রবেশ করিবে; উহাদের তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে। উহার

لِيَجْلُوا أَوَّارَهُمْ كَامِلَةً يُؤْمَرُ الْقِيَمَةُ وَمِنْ أَوَّلِي  
الَّذِينَ يَصْلَوْنَهُمْ يَصْعَدُ عَلَيْهِمُ الْأَسَاءُ مَا يَزِيدُونَ ۝

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَنَّ اللَّهَ بَنَىٰ لَهُمْ مِنَ  
الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوَقِهِمْ وَأَنَّهُمْ  
الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۝

فَمَرُّ يَوْمِ الْقِيَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي  
الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا  
الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝

الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْوَيْلَ لِمَنِ أَنْفُسُهُمْ فَأَلْقَوْا  
السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلْ إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ  
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

فَأَدْخَلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ تَرَوْنَهُمْ  
السَّكَانِيْنَ ۝

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ  
الَّذِينَ أَحْسَنَ تَوْفِيقًا هَٰذَا الَّذِي بَخَسَٰهُ وَكَذَٰلِكَ  
الْأَوَّلُ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ۝

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

মধ্যে তাহারা যাহা কিছু চাহিবে তাহাই পাইবে। আল্লাহ্  
এইরূপেই মুক্তকৌশলকে পুরস্কার দিয়া থাকেন,

الْمُتَّقِينَ ﴿٥٧﴾

৩৩। যাহাদিগকে ফিরিশ্তাগণ এমতাবস্থায় মুক্তা দেয় যে  
তাহারা পবিত্র, (তাহাদিগকে) তাহারা বনে, 'তোমাদের উপর  
শান্তি বর্ষিত হউক। তোমরা যে কর্ম করিতে উহার জন্য জামাতে  
প্রবেশ কর।'।

৩৪। তাহারা (কাফেররা) কেবল ইহার অপেক্ষা করিতেছে যে,  
ফিরিশ্তাগণ তাহাদের নিকটে আগমন করুক অথবা তোমার  
প্রতিপালকের আদেশ আসুক; এইভাবে তাহাদের  
পূর্ববর্তীগণও করিয়াছিল। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তাহাদের উপর যুলুম  
করেন নাই বরং তাহারা নিজেরাই নিজদের উপর যুলুম  
করিত।

৩৫। অতএব, তাহাদের কৃত-কর্মের অনিষ্টসমূহ তাহাদের  
উপর আপতিত হইল এবং যাহা নহিয়া তাহারা উপহাস করিত  
উহা তাহাদিগকে ঘেরাও করিল।

৩৬। এবং যাহারা শিরক করিয়াছে তাহারা বনে 'যদি আল্লাহ্  
চাহিতেন তাহা হইলে না আমরা তিনি বাতিরেকে অন্য কাহারও  
ইবাদত করিতাম এবং না আমাদের পিতৃপুরুষগণ, এবং না  
তিনি বাতিরেকে আমরা (আপনা হইতে) কোন বস্তুকে হারাম  
করিতাম।' তাহারাও এইরূপ (সত্যের বিরোধিতা) করিয়াছিল  
যাহারা তাহাদের পূর্বে ছিল। অতএব, স্পষ্টভাবে (বাণী)  
পৌছাইয়া দেওয়া বাতিরেকে রসূলগণের উপর আর কোন দায়িত্ব  
বর্তায় কি?

৩৭। এবং নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে কোন না  
কোন রসূল পাঠাইয়াছিলাম (এই শিক্ষা দিয়া) যে, তোমরা  
আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং পুণের পথে বাধাসৃষ্টিকারী বিদ্রোহী  
শয়তান হইতে বাঁচিয়া চল। অতঃপর, তাহাদের মধ্যে কতককে  
আল্লাহ্ হেদায়াত দিলেন এবং তাহাদের মধ্যে কতকের ক্ষয়  
অবধারিত হইল। অতএব, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং  
দেখ যাহারা (নবীগণকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান  
করিয়াছিল, তাহাদের পরিণাম কি হইয়াছিল।

৩৮। যদি কুমি তাহাদের হেদায়াতের অতিশয় আগ্রহ রাখ,  
তাহা হইলে (জানিও যে), যাহারা (নোকদিগকে) পথভ্রষ্ট করে,  
তাহাদিগকে আল্লাহ্ কখনও হেদায়াত দান করেন না, এবং  
তাহাদের কোন সাহায্যকারীও নাই।

لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ

الَّذِينَ تَتَوَفَّيهِمُ الْمَلَائِكَةُ كَذِبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ  
عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٨﴾

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ  
أَمْرٌ مِنْ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَلَّمَ اللَّهُ  
وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥٩﴾

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا  
يُكْفَرُونَ ﴿٦٠﴾

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ  
دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا ذُرِّيَّتُنَا مِنْ  
دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ  
فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿٦١﴾

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ  
وَلِاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ  
وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَبِئْسَ مَا فِي الْأَرْضِ  
فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٦٢﴾

إِنْ تَحَرَّصَ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ  
الضَّالِّينَ وَمَا لَهُمْ مِنْ لُجُومٍ ﴿٦٣﴾

৩৯। এবং তাহারা আল্লাহর নামে দৃঢ় শপথ করিয়া বলে যে, যাহার মৃত্যু হয় আল্লাহ কখনও তাহাকে পুনরুত্থিত করিবেন না। এইরূপ ধারণা ঠিক নহে, বরং ইহা এমন এক প্রতিশ্রুতি যাহা পূর্ণ করার দায়িত্ব তাহার উপর নাস্ত আছে, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।

৪০। (তিনি মানুষকে পুনরায় এই জন্ম জীবিত করিবেন) যেন তিনি তাহাদের নিকট সেই তত্ত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া দেন, যাহার সম্বন্ধে তাহারা মতভেদ করিতেছে এবং যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছিল তাহারা যেন জানিতে পারে যে, তাহারা ই মিথ্যাবাদী ছিল।

৪১। কোন বিষয় সম্বন্ধে যখন আমরা সঙ্কল্প করি, আমাদের কথা ইহাই হয় যে, আমরা উহাকে বলি, 'হও' এবং উহা হইয়া যায়।

৪২। এবং যাহারা তাহাদের উপর হুন্ম হইবার পর আল্লাহর জন্য হিজরত করিয়াছে, নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে এই দুনিয়াতে উত্তম স্থান দিব, এবং পরকালের পুরস্কার নিশ্চয় শ্রেষ্ঠতর হইবে, যদি তাহারা জানিত—

৪৩। যাহারা ধৈর্য ধারণ করে এবং তাহাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে।

৪৪। এবং আমরা তোমার পূর্বও কেবল পুরুষগণকেই রসনরূপে প্রেরণ করিয়া আসিয়াছি এবং তাহাদের প্রতি ওহী করিয়াছি—অতএব, তোমরা যদি না জান তাহা হইলে আহ্নে যিক্রকে (কিতাবধারীগণকে) ভিত্তাসা কর—

৪৫। স্ট্র নিদর্শনসমূহ ও প্রণী পুস্তিকাসমূহসহ। এবং আমরা তোমার নিকট এই 'যিক্র' নামের করিয়াছি যেন তুমি লোকদিগকে সেই প্রণী আদেশ, যাহা তাহাদের প্রতি নামের করা হইয়াছে, সবিস্তারে বর্ণনা কর এবং যেন তাহারা চিত্তা করে।

৪৬। যাহারা (তোমার) অনিষ্ট সাধনের ষড়যন্ত্র করিয়া আসিতেছে তাহারা কি এই বিষয় হইতে নিরাপদ হইয়া গিয়াছে যে, আল্লাহ তাহাদিগকে ভূ-পৃষ্ঠে প্রোথিত করিয়া দিতে পারেন অথবা তাহাদের উপর শাস্তি এমন পথে আসিতে পারে যাহা তাহারা ধারণাও করিতে পারিবে না ?

وَأَقْسُوا بِاللهِ جَهْدَ آبَائِهِمْ لَا يَنْتُظِرُ اللهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعَذَابٌ عَلَيْهِمْ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

لِيَبَيِّنَ لَهُمُ الْآيَاتِ الَّتِي يَخْتَلِفُونَ فِيهَا وَيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ ﴿٤٠﴾

إِنَّا قَوْلُنَا بَشَىٰ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤١﴾

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَنُوبَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَلَآجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٣﴾

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيَ إِلَيْهِمْ فَتَلَاؤُا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ بِالْبَيِّنَاتِ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٥﴾

أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٤٦﴾

৪৭। অথবা তিনি তাহাদিগকে তাহাদের চলা ফিরার মধ্যে ধৃত করিতে পারেন? সূতরাং তাহারা (আল্লাহকে তাহার পরিকল্পনায়) কখনও অঙ্কম করিতে পারিবে না।

أَوْ يَأْخُذُهُمْ فِي تَغْلِبِهِمْ قَتَاهُمْ يَهْجُزُونَ ﴿٤٧﴾

৪৮। অথবা তাহাদিগকে ক্রমান্বয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত করিয়া ধৃত করিতে পারেন? বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালক অতীব মমতামূলক, পরম দয়াময়।

أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّهُمْ لَهُمْ رَحِيمٌ ﴿٤٨﴾

৪৯। তাহারা কি আল্লাহর সন্মুখে সেজদাবনত হইয়া ইহা দেখে নাই যে, আল্লাহ্ যে সকল বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন উহার ছায়াসমূহ ডান এবং বাম দিক হইতে এদিক ওদিক স্থান বদলাইতেছে এবং তাহারা লাক্ষিত হইতেছে?

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يُتَفَقَّهُونَ ۖ أَظِلُّوا  
عَنِ الشَّمْسِ وَأَلْجَأُ الْكِبَادِ اللَّهُ وَهُمْ ذُخُرُونَ ﴿٤٩﴾

৫০। এবং জীবজন্তু হইতে যাহা কিছু আকাশসমূহ এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সবই আল্লাহর জন্য সেজদাবনত আছে এবং ফিরিশ্বাসপণ্ড, এবং তাহারা অহংকার করে না।

وَلِلَّهِ يُعْجِدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ  
ذَابِقَةٍ وَالنَّيْلِكَةِ وَهُمْ لَا يُشْكِرُونَ ﴿٥٠﴾

৫১। তাহারা তাহাদের উপরস্থ প্রতিপালককে ভয় করে, এবং তাহাদিগকে যাহা আদেশ করা হয় তাহারা তাহাই পালন করে।

يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا  
يُؤْمَرُونَ ﴿٥١﴾

৫২। এবং আল্লাহ্ বনিয়াছেন, 'তোমরা দুই মা'বদ গ্রহণ করিও না। কেবল তিনিই এক-অদ্বিতীয় মা'বদ। সূতরাং তোমরা কেবল আমাকেই ভয় কর।'।

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ إِلَّا هُوَ إِلَهُ  
وَاحِدٌ فَإِنَّمَا تَارَهُونَ ﴿٥٢﴾

৫৩। এবং যাহা কিছু আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে আছে সব কিছু তাহারই, সূতরাং চিরস্থায়ী আনুগত্য তাহারই জন্য। তবুও কি তোমরা আল্লাহকে ছাড়িয়া অন্যাদিগকে নিজেদের রক্ষার উপায় স্বরূপ গ্রহণ করিবে?

وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا  
أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾

৫৪। এবং যে নেয়ামতই তোমাদের কাছে আছে উহা আল্লাহরই নিকট হইতে আসিয়াছে। অতঃপর, যখন কোন কষ্ট তোমাদিগকে স্পর্শ করে, তখন তোমরা তাহারই নিকট (সাহায্যের জন্য) ফরিয়াদ করিয়া থাক।

وَمَا يَكُمُ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَكَرُوا  
مَكْرًا يَكِيدُ إِلَهُ نَجْرُونَ ﴿٥٤﴾

৫৫। অতঃপর, যখন তিনি তোমাদের নিকট হইতে কষ্ট দূর করিয়া দেন, তখন তোমাদের মধ্য হইতে একদল সাজ সজে তাহাদের প্রতিপালকের সচিৎ শরীক করিতে আরম্ভ করে,

ثُمَّ إِذَا كَسَفَ الضَّرْعَكُمْ إِذَا فَوَيْتُ أَنْتُمْ يَوْمًا  
يُنْفِرُونَ ﴿٥٥﴾

৫৬। পরিণাম এই হয় যে, আমরা তাহাদিগকে যাহা দিয়া থাকি তাহারা উহা অস্বীকার করিয়া বসে। ভাল ! তোমরা অল্পক্ষণের জন্য সন্তোষ করিয়া নও। অতঃপর তোমরা অচিরেই ইহা জানিতে পারিবে।

৫৭। এবং আমরা তাহাদিগকে যাহা কিছু রিয়ক দিয়াছি উহা হইতে একাংশ তাহারা তাহাদের (সেই সকল কলিত মা'বদদের) জন্য নির্দিষ্ট করে যাহাদের (বাস্তবতা) সম্বন্ধে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই। আল্লাহ্‌র কসম ! তোমরা যাহা কিছু মিথ্যারূপে নিজদের পক্ষ হইতে রচনা করিতেছ উহা সম্বন্ধে তোমাদিগকে নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করা হইবে।

৫৮। এবং তাহারা আল্লাহ্‌র জন্য কন্যাগণ ধার্য করে; তিনি (এই সব বিষয় হইতে) অতি পবিত্র; এবং তাহাদের নিজদের জন্য উহা (ধার্য করে) যাহা তাহারা পসন্দ করে।

৫৯। অথচ যখন তাহাদের কাহাকেও কন্যা-সন্তানের (জন্মের) সংবাদ দেওয়া হয়, তখন তাহার মুখমণ্ডল কানো হইয়া যায় এবং সে মনঃকষ্ট অবদমন করিতে থাকে;

৬০। তাহাকে যাহার সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে উহার অমঙ্গল হেতু লোকদের নিকট হইতে সে আত্মগোপন করিয়া বেড়ায়। (এবং চিন্তা করে) সে কি কলঙ্ক সত্ত্বেও তাহাকে জীবিত রাখিবে না মাটিতে পৌঁতিয়া দিবে? - সাবধান ! তাহারা যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছে উহা অতি মন্দ।

৬১। যাহারা পরকালের উপর ঈমান আনে না তাহাদের অবস্থা অতি মন্দ; বস্তুত সর্বোচ্চ গুণসম্বল আল্লাহ্‌রই জন্য, এবং তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজাময়।

৬২। এবং যদি আল্লাহ লোকদিগকে তাহাদের যুলুম করার জন্য সঙ্গে সঙ্গে ধৃত করিতেন, তাহা হইলে তিনি পৃথিবীতে কোন প্রাণীকে ছাড়িতেন না, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দেন; অতঃপর যখন তাহাদের মেয়াদ আসিয়া যায়, তখন তাহারা এক মূহূর্ত পিছনেও থাকিয়া যাইতে পারে না এবং আগেও বাড়িয়া যাইতে পারে না।

৬৩। এবং তাহারা আল্লাহ্‌র জন্য উহা ধার্য করে, যাহা তাহারা (নিজদের জন্যও) অপসন্দ করে; এবং তাহাদের জিহ্বাসমূহ মিথ্যা বলে যে, তাহাদের জন্য নিশ্চয় মঙ্গলই

يَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَمَتَّعُوا قَسُوفَ تَعْلُونِ ①

وَيَجْعَلُونَ لَنَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ  
ثَالِثًا لِّتَسْلُنَ عَنَّا لَأَنْتُمْ تَقْتُرُونَ ②

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَلَتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ نَائِيَتُونَ ③

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا  
وَهُوَ كَظِيمٌ ④

يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبُهُ أَيُّكَ  
عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا  
يَحْكُمُونَ ⑤

لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ  
الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑥

وَلَوْ يَوَازِئُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا  
مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤْخَذُ لَهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا  
جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقِيمُونَ ⑦

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْفُرُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ  
أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَآ جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ



অবধারিত আছে। নিঃসন্দেহে, তাহাদের জন্য আশ্রয় অবধারিত আছে এবং (তথায়) তাহাদিগকে সর্বাপ্রাণে নিক্ষেপ করা হইবে।

৬৪। আল্লাহর কসম! আমরা তোমার পূর্বে অবশ্যই সকল জাতির নিকট (রসূল) প্রেরণ করিয়াছিলাম, অতঃপর শয়তান তাহাদের কর্মসমূহকে তাহাদের নিকট মনোরম করিয়া দেখাইল। সুতরাং আজ সে-ই তাহাদের অভিভাবক হইয়াছে এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক আযায।

৬৫। এবং আমরা তোমার উপর এই কিতাব এই জনাই নাযেল করিয়াছি যেন তুমি (ইহা দ্বারা) তাহাদের নিকট উহা পরিষ্কার ভাবে বর্ণনা কর যাহার সম্বন্ধে তাহারা পরস্পর মতভেদ করিয়াছে এবং (আমরা ইহা নাযেল করিয়াছি) হেদায়াত এবং রহমত স্বরূপ ঐ জাতির জন্য যাহারা ঈমান আনয়ন করে।

৬৬। এবং আল্লাহ আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করিয়াছেন এবং তিনি ইহা দ্বারা যমীনেকে উহার মৃত্যুর পর জীবিত করিয়াছেন। যে সকল নোক (হেক্ কথা) শ্রবণ করে তাহাদের জন্য অবশ্যই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে।

৬৭। এবং তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যেও নিশ্চয় শিক্ষণীয় বিষয়াবলী আছে। আমরা তোমাদিগকে পান করাই উহা হইতে যাহা কিছু তাহাদের উদরে আছে—গোবর ও রক্তের মধ্য হইতে—বিগ্ধ দুগ্ধ যাহা পানকারীদের জন্য পরম সুপেয়।

৬৮। এবং খেজুর ও আঙ্গুর ফল হইতে তোমরা মাদক দ্রব্য এবং উত্তম খাদ্য-দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাক। নিশ্চয় ইহাতে ঐ সকল লোকের জন্য নিদর্শন আছে যাহারা বুদ্ধি-বিবেচনা করে।

৬৯। এবং তোমার প্রতিপালক মৌমাছির প্রতি ওহী করিলেন যে, 'তুমি পর্বতমালা ও বৃক্ষ-সমূহে এবং তাহারা (মানুষেরা) যে মাচাসমূহ প্রস্তুত করে উহাতে গৃহ নির্মাণ কর,

৭০। অতঃপর, প্রত্যেক প্রকার ফল হইতে কিছু কিছু খাও এবং তোমার প্রভুর (শিখানো) সহজ পথসমূহে চল।' তাহাদের উদর হইতে এক প্রকার পানীয় নির্গত হয় যাহার বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন যাহাতে রহিয়াছে মানুষের জন্য আরোগ্য। নিশ্চয় ইহার মধ্যে ঐ জাতির জন্য নিদর্শন রহিয়াছে যাহারা চিন্তা করে।

مُفْطَرُونَ ۝

تَاللّٰهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَمِنْهُمْ  
الشَّيْطَانُ أَعْمَاهُمْ فَهُمْ يَوَاسِيهِمْ يَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ  
الْبَاسُ ۝

وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا  
فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

وَاللّٰهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتَ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ  
مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَّبِعُونَ ۝

وَلَإِنْ كُنْزِي الْأَنْعَامَ لَيَرَىَٰنَّ نَفَقَاتِكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ  
مِنْ بَيْنِ يَدَيْنِ يَزْدَرِيكُمْ وَمِمَّا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ سَآئِلًا لِلشَّرِيبِينَ ۝

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ  
سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا  
وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۝

ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا  
يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهِنَّ شَرَابٌ مُّطَهَّرٌ الْوَاقِعَةُ فِيهِ شِفَاءٌ  
لِّالنَّاسِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

৭১। এবং আল্লাহ তোমাদিগকে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে মৃত্যু দেন এবং তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ এমনও আছে যাহাদিগকে বয়সের নিকটতম অবস্থায় ফিরাইয়া দেওয়া হয়, যাহার ফলে জান্নাতের পর পুনরায় সে সম্পূর্ণ জানহারা হইয়া যায়। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান।

وَاللَّهُ عَلَّمَكُمْ تَمَوْكُمْ وَمَنْ يَمُوتُ مِنْكُمْ مَنْ يَرْدُ إِلَىٰ  
أَرْذَلِ الْعُمُرِ لَكُمْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِهِ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ  
بِقَلْبِكُمْ ۝

৭২। এবং আল্লাহ্ তোমাদের কতককে অন্য কতকের উপর রিয়কের ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু যাহাদিগকে সমৃদ্ধি প্রদান করা হইয়াছে তাহারা নিজেরে ডান হাতের অধিকারভূক্ত লোককে তাহাদের রিয়ক ক্ষেত্র দিতে আদৌ প্রস্তুত নহে যাহাতে তাহারা সকলেই উহাতে সমান সমান হইয়া যায়। ইহা সত্ত্বেও কি তাহারা আল্লাহর নেয়ামতকে অস্বীকার করিতেছে?

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا  
الَّذِينَ فَضَّلُوا بَدَأُوا فِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ  
فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعَمَلِهِمْ يَخْتَفُونَ ۝

৭৩। এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্যে হইতে (তোমাদের মত অনুভূতি সম্পন্ন) জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদের জন্য তোমাদের জোড়া হইতে পুত্র ও পৌত্রাদি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি তোমাদিগকে পবিত্র বস্তু হইতে রিয়ক দান করিয়াছেন। তবুও কি তাহারা অলীক বস্তুর উপর ঈমান আনিবে এবং আল্লাহর নেয়ামতসমূহ অস্বীকার করিবে?

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ  
مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَدَثَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
أَلَيْسَ الْبَاطِلُ يُؤْمِنُونَ وَبِعَمَلِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۝

৭৪। এবং তাহারা আল্লাহকে পরিত্যাগ করিয়া এমন কিছু উপাসনা করিতেছে যে তাহারা আকাশসমূহ ও পৃথিবী হইতে তাহাদিগকে রিয়ক দেওয়ার কোন অধিকার রাখে না এবং না কোন ক্ষমতা তাহাদের আছে।

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا  
مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۝

৭৫। অতএব, (হে মোশরেকগণ!) তোমরা আল্লাহর জন্য উপমা বর্ণনা করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ জ্ঞানেন এবং তোমরা জান না।

فَلَا تَصْرِفُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَىٰ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا  
تَعْلَمُونَ ۝

৭৬। আল্লাহ্ এমন এক অধীনস্থ বান্দার উপমা বর্ণনা করিতেছেন যাহার কোন বিষয়ের উপর কোন ক্ষমতা নাই; অপরদিকে এমন এক (স্বাধীন) ব্যক্তির (উপমা) যাহাকে আমরা নিজ সম্বন্ধান হইতে উত্তম রিয়ক দিয়াছি এবং সে উহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে। এই দুই ব্যক্তি কি সমান? সকল প্রশংসা আল্লাহর। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ইহা জানে না।

صَرَفَ اللَّهُ مَالًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ  
وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِمَّا رَزَقْنَا حَسَنًا فَمَوْ يُفْنِي مِنْهُ سِرًّا  
وَجَهْرًا أَهْلَ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا  
يَعْلَمُونَ ۝

৭৭। এবং আল্লাহ্ এমন দুই ব্যক্তিরও উপমা বর্ণনা করিতেছেন—যাহাদের একজন বোবা, যাহার কোন বিষয়েই কোন ক্ষমতা নাই এবং সে তাহার মানিকের উপর বোবা স্বরূপ; তাহার মানিক তাহাকে যেদিকেই পাঠায় সে কোন কল্যাণ নইয়া আসে না। সে এবং ঐ ব্যক্তি কি সমান হইতে পারে যে ন্যায়বিচারের আদেশ দেয় এবং সে স্বয়ং সরল-সুদৃঢ় পথে প্রতিষ্ঠিত আছে?

৭৮। এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় (এর জান) এক মাত্র আল্লাহ্‌র, এবং নির্দিষ্ট মূহূর্তের (আগমনের) বিষয়টি কেবল চক্ষুর নিম্নেষের ন্যায় অথবা উহা অপেক্ষাও নিকটতর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

৭৯। এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে তোমাদের মাতৃগর্ভ হইতে এমন অবস্থায় বহির্গত করিয়াছেন যে, তোমরা কিছুই জানিতে না, এবং তিনি তোমাদের জন্য কর্ণ ও চক্ষু এবং হৃদয় সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

৮০। তাহারা কি পক্ষীকুলকে দেখে না যাহাদিগকে আকাশের বদ্বন্দ্বলুলে নিয়োজিত করা হইয়াছে? ঐগুলিকে আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেহ কৃশিয়া রাখা না। নিশ্চয় ইহাতে ঐ জাতির জন্য বহু নিদর্শন রহিয়াছে যাহারা ঈমান আনে।

৮১। এবং আল্লাহ্ তোমাদের গৃহসমূহকে তোমাদের জন্য বিপ্রামশ্বল করিয়াছেন, এবং তিনি তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুর চর্ম দ্বারাও গৃহসমূহ তৈরী করিয়াছেন যেগুলিকে তোমরা সফরের সময় হালকা বোধ কর এবং অবস্থান কালেও, এবং উহাদের চিকণ পশম এবং উহাদের মোটা পশম এবং উহাদের লোম হইতে তিনি এক নির্দিষ্ট সময়ের (বাবহারের) জন্য স্থায়ী এবং অস্থায়ী বস্ত্রসমূহও (প্রস্তুত করিয়াছেন)।

৮২। এবং আল্লাহ্ যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন উহাদের মধ্যে তোমাদের জন্য অনেক স্থান (দার বস্তু) সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি তোমাদের জন্য পাহাড়সমূহও আশ্রয়স্থল সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং তোমাদের জন্য নানা প্রকার পোষাক-পরিচ্ছদ সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা তোমাদিগকে উত্তাপ হইতে রক্ষা করে, এবং কতক পোষাক-পরিচ্ছদকে (সৃষ্টি করিয়াছেন) যাহা তোমাদিগকে তোমাদের যুদ্ধে রক্ষা করে। এই ভাবে তিনি তোমাদের উপর তাহার নেয়ামতসমূহ পূর্ণ করেন যাহাতে তোমরা (পরিপূর্ণরূপে) আশ্বাসমর্পণ কর।

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا زُجَاجَيْنِ أَحَدُهُمَا ابْكُرُ لَا يَنْفِيدُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ⑤

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أُمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑥

وَاللَّهُ أَعْرَضَكُمْ عَنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَقْلِبُنَّ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ⑦

اللَّهُ يَرْوِي إِلَى الْقَلْبِ مَسْحُورَاتٍ فِي جَوْ السَّمَاءِ مَا يُحْكَمُنَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ⑧

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاءًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ ⑨

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلًّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيَكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيَكُمُ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ⑩

৮৩। কিন্তু যদি তাহারা ফিরিয়া যায়, তাহা হইলে তোমার দায়িত্ব কেবল সুস্পষ্টভাবে (সংবাদ) পৌঁছাইয়া দেওয়া।

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبِينُ ۝

৮৪। তাহারা আল্লাহর নেয়ামতকে চিনে তবু তাহারা উহা অস্বীকার করে এবং তাহাদের অধিকাংশই কাকের।

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثُهُمُ الْكَافِرُونَ ۝

৮৫। এবং (স্মরণ কর) যেদিন আমরা প্রত্যেক জাতি হইতে একজন করিয়া সাক্ষী দাঁড় করাইব, তখন যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে তাহাদিগকে না (ওড়র-আপত্তি করার) অনুমতি দেওয়া হইবে এবং না তাহাদের ওড়র-আপত্তি গ্রহণ করা হইবে।

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۝

৮৬। এবং যাহারা যুলুম করিয়াছে তাহারা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে তখন না তাহাদের উপর হইতে উহা হ্রাস করা হইবে এবং না তাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া হইবে।

وَلَذَآرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابُ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۝

৮৭। এবং যাহারা শিরক করিয়াছে তাহারা যখন তাহাদের শরীকদিগকে প্রত্যক্ষ করিবে তখন তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! ইয়াহা ই আমাদের সেই শরীকগণ যাহাদিগকে আমরা তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া ডাকিতাম।' ইহাতে তাহারা তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিবে, 'নিশ্চয় তোমরা মিথ্যাবাদী।'।

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ مَا لَقْنَاكُم بِنُصْرَتِكَ لَقَدْ كُنَّا لَكَ يَاسِينَ ۝

৮৮। এবং সেইদিন তাহারা আল্লাহর সমীপে আব্রহমপূর্ণ করিবে এবং তাহারা যাহা কিছু নিজদের তরফ হইতে মিথ্যা রচনা করিত, উহা তাহাদের (স্মৃতি) হইতে উধাও হইয়া যাইবে।

وَالْقَوَىٰ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَصَلَّ عَنْهُمْ نَاسًا مَّا كَانُوا يَفْكَرُونَ ۝

৮৯। যাহারা অস্বীকার করে এবং (লোকদিগকে) আল্লাহর পথ হইতে প্রতিরোধ করে আমরা তাহাদের শাস্তির উপর শাস্তি রন্ধি করিব, এই জন্য যে তাহারা দুষ্ট্য করিয়া বেড়াইত।

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زُجُجْنَاهُمْ عَذَابًا نَارًا قَوَىٰ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ۝

৯০। এবং (স্মরণ কর) যেদিন আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে তাহাদের বিরুদ্ধে তাহাদেরই মধ্য হইতে একজন করিয়া সাক্ষী দাঁড় করাইব; এবং আমরা (হে রসূল!) তোমাকেও তাহাদের সকলের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করিব। এবং আমরা আব্রহমপূর্ণকারীগণের জন্য তোমার উপর এই পূর্ণ কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি— সকল বিষয়ের ব্যাখ্যাস্বরূপ এবং হেদায়াত ও রহমত এবং সুসংবাদস্বরূপ।

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ الْفُرْقَانِ ۝

৯১। আল্লাহ নিশ্চয় সুবিচার ও উপকার সাধন করিবার এবং আত্মীয়স্বজনকে (দান করিবার ন্যায় অন্য লোকদিগকেও) দান করিবার আদেশ দিতেছেন এবং (সর্বপ্রকার) অস্বীকৃতি ও মন্দ কার্য এবং বিদ্রোহ করিতে বারণ করিতেছেন। তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

৯২। এবং তোমরা আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকারকে পূর্ণ কর— যখন তোমরা কোন অঙ্গীকার কর এবং শপথকে পাকা করিবার পর ভঙ্গ করিও না, কেননা তোমরা আল্লাহকে নিজেদের জামিন করিয়া লইয়াছ। তোমরা যাহা কিছু করিতেছ আল্লাহ নিশ্চয় উহা জানেন।

৯৩। এবং তোমরা সেই মহিলার মত হইও না যে নিজের কাটা সূতাকে পাকা করিবার পর কাটিয়া খণ্ড বিষণ্ড করিয়াছিল। তোমরা নিজেদের শপথকে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ধোকার উপায় স্বরূপ ব্যবহার করিতেছ যেন এক জাতি অন্য জাতি অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হইতে পারে। আল্লাহ ইহার দ্বারা তোমাদিগকে পরীক্ষা করিতেছেন, এবং যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করিতেছ কিয়ামতের দিনে তিনি উহা তোমাদের নিকট বিশদভাবে বর্ণনা করিবেন।

৯৪। এবং যদি আল্লাহ (বল প্রয়োগের) ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে অবশ্যই তিনি তোমাদের সকলকে একই উদ্ভূতভুক্ত করিতেন, কিন্তু তিনি যাহাকে চাহেন পথভ্রষ্ট হইতে দেন এবং যাহাকে চাহেন হেদায়াত দান করেন, এবং তোমরা যাহা কিছু করিতেছ সেই সম্বন্ধে তোমরা অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হইবে।

৯৫। এবং তোমরা তোমাদের শপথকে একে অপরের ধোকার উপায় স্বরূপ করিয়া লইও না; নচেৎ (তোমাদের) কদম প্রতিষ্ঠিত হইবার পর স্থগিত হইয়া যাইবে এবং আল্লাহর পথ হইতে (লোকদিগকে) বিরত রাখার কারণে তোমাদিগকে দুর্ভোগ পোহাইতে হইবে তখন তোমাদের জন্য মহা আযাব অবধারিত হইবে।

৯৬। এবং তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকারকে নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করিও না। যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে তাহা হইলে নিশ্চয় যাহা কিছু আল্লাহর নিকট আছে উহা তোমাদের জন্য উত্তম।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي  
الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يُعْظَمُ لَكُمْ تَذَكُّرُونَ ﴿٩١﴾

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَفْضَحُوا الْأَيْمَانَ  
بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا  
إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩٢﴾

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَفَضَتْ غَرْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ  
أَنكُثُوا نَجْدَتِمْ أَنَا نَسَاءُكُمْ دَعَا يَنْكُكُمْ أَن تَكُونَ  
أُمَّةٌ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبُذَلُ لَكُمْ اللَّهُ بِهِ وَلَكِنَّ  
لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٣﴾

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُفْعَلُ  
مِنْ شَأْنٍ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتَسْلُكُنَّ عَمَّا  
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٤﴾

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَرِلَ قَدَمُ  
بَعْدَ بُيُوتِهَا وَتَذَرُوا الشُّعْرَ بِمَا صَدَقْتُمْ عَنْ  
سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٩٥﴾

وَلَا تَشْرَوْا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ  
مَوْزِنٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾

৯৭। তোমাদের নিকট যাহা কিছু আছে উহা শেষ হইয়া যাইবে, কিন্তু আল্লাহর নিকট যাহা আছে উহা চিরকাল অবশিষ্ট থাকিবে। এবং যাহারা ধৈর্য ধারণ করে আমরা নিশ্চয় তাহাদিগকে তাহাদের সর্বোত্তম কৃত-কর্ম অনুযায়ী পুরস্কার দান করিব।

৯৮। যে কেহ মো'মেন থাকা অবস্থায় সৎ কর্ম করিবে, সে নব হউক বা নারী, আমরা নিশ্চয় তাহাকে এক পবিত্র জীবন দান করিব, এবং অবশ্যই আমরা তাহাদের সর্বোত্তম কৃত-কর্ম অনুযায়ী তাহাদিগকে তাহাদের পুরস্কার দান করিব।

৯৯। সূতরাং যখন তুমি কুরআন পাঠ কর তখন বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর।

১০০। প্রকৃত বিষয় ইহাই যে, যাহারা ঈমান আনে এবং নিজদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে তাহাদের উপর তাহার কোন আধিপত্য নাই।

১০১। তাহার আধিপত্য একমাত্র তাহাদেরই উপর থাকে যাহারা তাহার সহিত বদ্ধ রাখে এবং যাহারা তাহার সহিত শরীক করে।

১০২। এবং যখন আমরা কোন এক নিদর্শনের স্থানে অন্য এক নিদর্শন আনি বস্তুতঃ আল্লাহ যাহা কিছু নাযেন করেন উহাকে (প্রয়োজনীয়তাকে) তিনি সর্বাধিক জানেন— তাহারা বনে, 'তুমি তো একজন মিথ্যা রচনাকারী।' বরং তাহাদের অধিকাংশ জানে না।

১০৩। তুমি বন, 'রুহন কুদুস (জিব্রাঈল) ইহাকে তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে সত্যসহ নাযেন করিয়াছে যেন (এতদ্বারা) তিনি তাহাদিগকে (বিশ্বাসে) সূদৃঢ় করেন যাহারা ঈমান আনে, এবং যাহা আত্মসমর্পণকারীগণের জন্য হেদায়াত এবং সুসংবাদ স্বরূপ।'।

১০৪। এবং আমরা নিশ্চয় জানি যে, তাহারা বনে, তাহাকে অবশ্যই একজন মানুষ শিক্ষা দিয়া থাকে, (অথচ) তাহারা যাহার প্রতি (ইহা আরোপ করতঃ) ব্যক্তিগত পড়িতছে তাহার ভাষা আরবী নহে, কিন্তু ইহা (কুরআন) সুন্দর-প্রাচীন আরবী ভাষা।

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ صَبُّوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٨

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ فَأَسْمِدْ بِالْمُطَوِّى ۝ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ٩٩

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ١٠٠

إِنَّمَا سُلْطٰنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَكَّلُوْنَ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ١٠١

وَلَا يَدْرَأُ بَآئِةً مَّكَانٍ اٰیٰتٍ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَتَّبِعُ ۚ اَلَا اِنَّآ اَنْتَ مُفَرِّدٌۢ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٢

قُلْ تَزَكَّۙ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ يَبْتَئِتُ ۝ الدِّيْنَ اَمْرًا وَهُدًى وَبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ١٠٣

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُولُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ۚ لِّسٰنَ الَّذِیْ یُلْحِدُوْنَ اِلَیْهِۦۤ اَعْجَبٰۤیۤ ذٰلِكَ لِّسٰنٍ عَرَبِیٍّ مُّبِیْنٍ ١٠٤

১০৫। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর উপর ঈমান আনে না, তাহাদিগকে আল্লাহ হেদায়াত দিবেন না এবং তাহাদের জন্য যন্ত্রপাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ①

১০৬। শুধু তাহারা ইহা মিথ্যা রচনা করিয়া থাকে যাহারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের উপর ঈমান আনে না; বস্তুতঃ ইহারা ই মিথ্যাবাদী।

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ ②

১০৭। যে কেহ তাহার ঈমান আনার পর আল্লাহকে অস্বীকার করে কেবল সেই ব্যক্তি বাতিরকে যাহাকে (অস্বীকার করিতে) বাধ্য করা হইয়াছে অথচ তাহার অন্তর ঈমানে প্রশান্ত, পরিতৃপ্ত, কিন্তু যাহারা অবিশ্বাসের জন্য নিজেদের বন্ধুকে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে, সেক্ষেত্রে তাহাদের উপর আল্লাহর ক্রোধ আপতিত হইবে এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে বড় শাস্তি।

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَ عَلَيْهِ مَطْلَعٌ يَوْمَ يُنْفَخُ الْيُنُوسُ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِنْ اللَّهِ وَ أَلَمَ عَذَابٌ عَظِيمٌ ③

১০৮। ইহা এই জন্য হইবে যে, তাহারা পার্থিব জীবনকে পরকালের চাইতে প্রিয়তর মনে করিয়াছে, এবং নিশ্চয় আল্লাহ কাকের জাতিকে হেদায়াত দেন না।

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ④

১০৯। ইহারা এই সেই সকল লোক, যাহাদের হৃদয়ের এবং কর্ণের এবং চক্ষুর উপর আল্লাহ মোহরাক্ষিত করিয়াছেন। এবং ইহারা ই প্রকৃত গাফেল।

أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ دِينَهُمْ وَ سَنَعَهُمْ وَ أَبْصَارِهِمْ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ⑤

১১০। ইহারা ই নিঃসন্দেহে পরকালে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

لَا جَزَاءَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْخَسِرُونَ ⑥

১১১। অতঃপর, নিশ্চয় তোমার প্রভু তাহাদেরই জন্য— যাহারা অত্যাচারিত হইবার পর হিজরত করিয়াছে এবং (আল্লাহর রাস্তায়) জিহাদ করিয়াছে এবং ধৈর্য ধারণ করিয়াছে—নিশ্চয় তোমার প্রভু ইহা পর অতীব ক্রমশীল, পরম দয়াময়।

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَ صَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِ مَا لَعَنُوا رَحِيمٌ ⑦

১১২। যেদিন প্রত্যেক আত্মা নিজ নিজ পক্ষ যুক্তি উত্থাপন করিতে করিতে আসিবে, এবং প্রত্যেককেই তাহার কৃত-কার্যের প্রতিফল পূর্ণরূপে দেওয়া হইবে এবং তাহাদের প্রতি কোন অবিচার করা হইবে না।

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ بِجُودِلٍ عَنْ نَفْسِهَا وَ تُوَلَّى كُلُّ نَفْسٍ مَقْصِدَهَا وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ ⑧

১১৩। এবং আল্লাহ এক জনপদের দষ্টান্ত বর্ণনা করিতেছেন যাহা সকল দিক দিয়া নিরাপদ ও সুস্থ শাস্তিতে ছিল, যাহার রিয়ক সকল স্থান হইতে উহার নিকট পৌছিতেছিল, তথাপি উহা আল্লাহর নেয়ামতসমূহের অকৃতজ্ঞতা করিল; সুতরাং আল্লাহ তাহাদের কৃত-কর্মের দরুন উহাকে ক্ষমা

وَ قَرَّبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيبَةً كَانَتْ أُمَّةً مُظْلِمَةً يَأْتِيهَا رَزَقُهَا رَغَدًا وَ هِيَ كَانَتْ فِي كَفَرَاتٍ يَأْتِيهَا اللَّهُ فَآذَانَهَا اللَّهُ يَبْسُ الْبُحُوحُ وَ الْخَوْفُ ⑨

এবং ভয়ের পোষাকের (ক্ষুধা ও ভয়ের পোষাকে আচ্ছাদিত করিয়া) স্বাদ গ্রহণ করাইলেন।

بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٦﴾

১১৪। এবং নিশ্চয় তাহাদের নিকট তাহাদের মধ্য হইতে একজন রসুন আসিয়াছিল, কিন্তু তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল, ফলে তাহাদিগকে আযাব ধৃত করিল এমতাবস্থায় যে তাহারা মূলম করিতেছিল।

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٧﴾

১১৫। সুতরাং আল্লাহ্ তোমাদিগকে যাহা কিছু দিয়াছেন উহা হইতে তোমরা হানান ও পবিত্র বস্তু খাও এবং আল্লাহ্র নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তোমরা কেবল তাহার ইবাদত করিয়া থাক।

تَكُلُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ حَلَالًا طَيِّبًا وَاعْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٨﴾

১১৬। তিনি কেবল তোমাদের জন্য হারাম করিয়াছেন মৃত-জীব, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যাহার উপর আল্লাহ্ বাতীত অন্যের নাম উচ্চারণ করা হইয়াছে; কিন্তু যাহাকে (ঐশ্বরিক মধ্য হইতে কোন বস্তু খাইতে) বাধা করা হয় এমতাবস্থায় যে সে অবাধা নহে এবং সীমানাংঘনকারীও নহে, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَوَازِغِ وَمَا امْلَأَتْ مِنْهُ فَإِنْ عَفَوْا فَاعْفُوا وَلَا تَعْفُوا لَهُمْ مَعَ الْكَذِبِ ﴿١٩﴾

১১৭। তোমাদের জিহ্বা 'যে সকল মিথ্যা বর্ণনা করে, উহার উপর ভিত্তি করিয়া বলিও না, 'ইহা হানান এবং ইহা হারাম,' ইহাতে তোমরা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনাকারী হইয়া যাইবে। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করিয়া থাকে, তাহারা সফলকাম হয় না।

وَلَا تَقُولُوا لِمَا كُذِّبَ عَنْهُ حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ تَعْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ إِنَّ الَّذِينَ يَعْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يَخْلُفُونَ ﴿٢٠﴾

১১৮। (এই জীবন) ক্ষণস্থায়ী সুখ-সন্তোষ; এবং (পরে) তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব রহিয়াছে।

مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾

১১৯। এবং যাহারা ইহুদী তাহাদের উপরও আমরা ইতিপূর্বে সেই সকল বস্তু হারাম করিয়াছিলাম যাহার উল্লেখ আমরা তোমার নিকট করিয়াছি। আমরা তাহাদের উপর মূলম করি নাই, বরং তাহারা নিজেদের প্রাণের উপর মূলম করিয়া আসিতেছিল।

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا مِمَّا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَنَنَّهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٢٢﴾

১২০। অতঃপর, নিশ্চয় তোমার প্রভু তাহাদের জন্য—যাহারা অজ্ঞতাবশতঃ মন্দ কাজ করে, অতঃপর তাহারা তওবা করে এবং সংশোধন করে—ইহার পর নিশ্চয় তোমার প্রভু অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّرُوءَ بِهَا لَعْنَةً ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٣﴾



১২১। নিশ্চয় ইব্রাহীম ছিল সন্তঃগণের পরম আদর্শ, আল্লাহর একান্ত অনুগত ও নিষ্ঠাবান এবং সে মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

১২২। সে তাঁহার নেয়ামতসমূহের জন্য সদা সক্রিয় ছিল, তিনি তাকে মনোনীত করিয়াছিলেন এবং তাকে সরল-সুদৃঢ় পথে হেদায়াত দান করিয়াছিলেন।

১২৩। এবং আমরা তাকে এই দুনিয়াতেও কন্যা দান করিয়াছিলাম এবং পরকালেও সে অবশ্যই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

১২৪। অতঃপর, আমরা তোমার প্রতি এই ওহী করিলাম যে, তুমি নিষ্ঠাবান ইব্রাহীমের ধর্মান্বশের অনুসরণ কর এবং সে মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

১২৫। সাবাত' দিবস (-এর বিধি নংঘনের শাস্তি) কেবল তাহাদের উপর ধার্য করা হইয়াছিল যাহারা এই সপ্তকে মতবিরোধ করিয়াছিল এবং নিশ্চয় তোমার প্রভু কিয়ামতের দিন তাহাদের মধ্যে সেই সপ্তকে নীমাংসা করিয়া দিবেন যে বিষয়ে তাহারা মতবিরোধ করিত।

১২৬। তুমি হিকমত (প্রজ্ঞা) ও সদুপদেশ দ্বারা তোমার প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান কর এবং তাহাদের সহিত এমন পন্থায় বিতর্ক কর যাহা সর্বাধিক উত্তম। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক তাহাদিগকে সর্বাধিক জানেন যাহারা তাহার পথ হইতে দ্রষ্ট হইয়াছে; এবং তিনি তাহাদিগকেও সর্বাধিক জানেন যাহারা হেদায়াতপ্রাপ্ত।

১২৭। এবং যদি তোমরা (যালেমদিগকে) শাস্তি দিতে চাহ তাহা হইলে ততটুকুই শাস্তি দাও যতটুকু তোমাদের উপর অনায়াস করা হইয়াছে এবং যদি তোমরা ধর্ম ধারণ কর তাহা হইলে ইহা অবশ্যই ধর্মশীলগণের জন্য উত্তম।

১২৮। এবং (হে নবী!) তুমি ধর্ম ধারণ কর এবং তোমার ধর্ম ধারণ করা একমাত্র আল্লাহর সাহায্য দ্বারা হইতে পারে। এবং তুমি তাহাদের জন্য দুর্ভাগ্য হইও না এবং তাহারা যে ষড়যন্ত্র করিতেছে উহার জন্য তুমি বিময় হইও না।

১২৯। নিশ্চয় আল্লাহ সৎ আছেন তাহাদের যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং তাহাদেরও যাহারা সৎকর্মশীল।

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا تِلْكَ حِينَهُ وَلَمْ يَكُ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٢١﴾

شَاكِرًا لَا تَعْبُدُ إِلَّا وَهْدَهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٢٢﴾

وَأَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّا فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٢٣﴾

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٤﴾

إِنَّا جَوَلْنَا فِي السَّمَاءِ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢٥﴾

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٦﴾

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَمَا يَقْبَلُوا بِئْسَ مَأْوَئَكُمْ بِهِ ﴿١٢٧﴾ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿١٢٨﴾

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَلُوبٍ مِمَّا يَنْكَرُونَ ﴿١٢٩﴾

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿١٣٠﴾